ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা-২০২১
হ্যান্ডনোট- ০৬
শ্রেণিঃ ৮ম
বিষয়ঃ বাংলা
অধ্যায়ঃ মানবধর্ম

শিক্ষকের নামেঃ তাজুল মারুফ
১। উক্ত পদ্যটি রিডিং ও আলোচনা।
২। পাঠ পরিচিতি ও লেখক পরিচিতিঃ (উক্ত পাঠ থেকে)
৩। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
৪। অনুধাবনমূলক প্রশ্ন
৫। সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন
ক) লালন শাহ কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন?
খ. জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপক ও 'মানব ধর্ম' কবিতায় মানুষের যে মিল পাওয়া যায়, তা আলোচনা কর।
ঘ) উদ্দীপক ও 'মানব ধর্ম' কবিতায় যে ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা মূল্যায়ন কর।
ক) উঃ লালন শাহ সিরাজ সাঁই বা সিরাজ শাহ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

খ) উঃ মানুষের মূল পরিচয় জাতিগত নয় তাই জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। পৃথিবীতে নানান দেশে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করে। বেশিরভাগ মানুষ ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। মানুষের মধ্যে মানবতা থাকলেই তাকে আমরা সত্যিকার মানুষ হিসেবে গণ্য করি। এ পৃথিবীতে সবাই একই রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ। জন্ম ও মৃত্যুকালে জাতের কোনো চিহ্ন থাকে না। তাই জাত-পাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

গ) উঃ উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষ জাতির স্বরূপ তথা প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হয়েছে এবং প্রমাণ হয়েছে মানবধর্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পৃথিবীর সব মানুষ এক জাতি। কোনো ভেদাভেদ নেই। 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন শাহ্ মানুষের জাত-ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে, মানুষ জন্ম ও মৃত্যুকালে যেহেতু জাত-ধর্মের চিহ্ন ধারণ করে না, তাই জাত-পাত তথা ধর্মীয় ভেদাভেদ গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। সব মানুষ সমান। তার কাছে মানবধর্মই আসল ধর্ম বলে বিবেচিত। উদ্দীপকেও মানবধর্মের কথা বলা হয়েছে। সব মানুষকে এক জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বজ্জাতিদের চরমভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। কারণ সব মানুষ একই পৃথিবীর সন্তান। একই চন্দ্র-সূর্যের আলোতে সবার বসবাস। বাইরের রঙে পার্থক্য থাকলেও ভেতরের রং এক ও অভিন্ন। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মানুষের সৃষ্টি। জাত নিয়ে জালিয়াত করে জুয়া খেলা করছে। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ছুঁলেই জাত যাবে এটা মানুষের সৃষ্টি। জাত ছেলের হাতের মোয়া নয়। ইচ্ছে করলেই জাতের পার্থক্য করা যাবে না। সব মানুষের একটি ধর্ম তা হচ্ছে মানবধর্ম। মানবধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব। তাই বলা যায়, চেতনাগত ভাব প্রকাশে 'মানবধর্ম' কবিতা ও উদ্দীপকে সব মানুষ একই এবং একরকম। ধর্মে কোনো বিভেদ নেই। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইচ্ছে করলেই ধর্মের পার্থক্য করা যাবে না।

ঘ) উঃ উদ্দীপকে মানুষের মধ্যে মানুষই জাতের পার্থক্য সৃষ্টি করছে তা ফুটে উঠেছে যা 'মানবধর্ম' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 'মানবধর্ম' কবিতায় কবি লালন শাহ্ ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবেই বড় করে দেখেছেন। কবিতায় তিনি মানুষের জাত-পাতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য পাননি। তিনি বলেছেন, জন্ম বা মৃত্যুর সময় জাতের কোনো চিহ্ন থাকে না, তেমনি জাতীয় জীবনে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। তার মতে, সবার এক পরিচয় আর তা হলো মানুষ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে একটি যা মানবধর্ম।

উদ্দীপকেও একই বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ঘটেছে। এখানেও কবি অসাম্প্রদায়িকতা ও সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সবার ওপরে মানুষের স্থান। মানবধর্ম হচ্ছে প্রধান। বজ্জাতিরা জাত নিয়ে জালিয়াত করে জুয়া খেলছে। পার্থক্য সৃষ্টি করছে জাত তথা ধর্মের। মানুষকে করছে বিভ্রান্ত। এজন্য কবি জাতের পার্থক্য করতে নিষেধ করে সবার মধ্যে সম্প্রীতিবোধ কামনা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষাই যেন কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অনুধাবন প্রশ্ন

১। মানবধর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
২। 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৩। 'লালন সে জেতের ফাতা বিকিয়েছে সাত বাজারে'_ এখানে 'সাত বাজারে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৪। 'মূলে একজল, সে যে ভিন্ন নয়' বলতে কী বোঝায়?

৫। 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়/ জেতের চিহ্ন রয় কার রে'—কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৬। তসবি ও মালা দিয়ে জাত ভিন্ন করা যায় না কেন?
৭। মূলে এক জল বতে কী বুঝানো হয়েছে?
৮। লালন মানুষের ধর্ম অভিন্ন মনে করেছেন কেন?
৯। 'কূপজল' ও 'গঙ্গাজল' কবি কী অর্থে ব্যবহার করেছেন?
১০।'জগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে গল্প করে যথা-তথা' বুঝিয়ে লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'মানবধর্ম' কবিতার মাধ্যমে লালন শাহ মানুষ সম্পর্কে কী প্রকাশ করেছেন?
উঃ দর্শন
২। লালন শাহ কোনটিকে বাজারে বিকিয়েছেন?
উঃ জাতপ্রথা
৩। লালন শাহ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন—
উঃ মানবধর্মকে
৪। লালনের কাছে কোন ধর্মই মূল কথা?
উঃ মানবধর্ম
৫। 'মানবধর্ম' কবিতায় মূলত কবি লালনশাহ কোন বিষয়টিকে প্রশ্ন সম্মুখীন করেছেন?
উঃ মানুষের জাত-পরিচয়
৬। মালা ও তসবি কী অর্থে মানবধর্মে ব্যবহৃত হয়েছে?
উঃ প্রতীক
৭। "সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে'—এখানে 'লালন' বলতে কোন বিষয়টি নির্দেশ করছে?
উঃ মানুষ লালনকে।
৮। লালন শাহ্ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উঃ ১৭৭২
৯। লালন শাহ রচিত গানের সংখ্যা কত?
উঃ সহস্রাধিক
১০। সিরাজ সাঁই একজন-
উঃ সাধক